JUN 25 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সনি হত্যা মামলা

দুই গ্রুপের সশস্ত্র ক্যাডার ছিল ১৫

বাকি বিল্লাহ ॥ বুয়েটের বন্দুকযুদ্ধের সময় ছাত্রদলের ২ গ্রুপের মধ্যে ১৫ জন ছিল সশস্ত্র ক্যাডার। তাদের হাতে ছিল ১০টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এর মধ্যে টগর গ্রুপের হাতে ৪টি ও মুকি গ্রুপের হাতে ৬টি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। টগর গ্রুপের ৪টি অস্ত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে পুলিশ-বিডিআর উদ্ধার করেছে। এছাড়া কার গুলিতে বুয়েট ছাত্রী সনি নিহত হয়েছে ডিবি পুলিশ তাও নিশ্চিত হয়েছে। সোমবার রাতে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতারকৃত টগর ও মাসুম বিল্লাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে। মঙ্গলবার তাদের আদালত থেকে ৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

গোয়েন্দা পুলিশ সূত্র জানায়, সোমবার সারারাত মুশফিক উদ্দিন টগর ও তার সহযোগী মাসুম বিল্লাহকে ডিবি অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

টগর গোয়েন্দা পুলিশকে জানায়, ৮ই জুন দুপুর ১২টায় টগর তার ক্যাডার বাহিনী নিয়ে বুয়েট ক্যাম্পাসে ঢোকে। তার সঙ্গে ছিল ১২/১৫ জন। তবে অস্ত্র ছিল ৪ জনের হাতে। ঘটনার সময় টগর নিজ

সনি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৮

সনি ঃ হত্যা মামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাতে রিভলভার ব্যবহার করেছে। তার গ্রুপের অন্যদের হাতে ২টা কাটা রাইফেল ও ১টা পিস্তল ছিল। মুকি গ্রুপের হাতে ১টি শটগান ৩টি কাটা রাইফেল ১টা রিভলভার ও ১টি বন্দুক ছিল।

বুয়েটের টেন্ডার পাওয়ার জন্যই ওই দিন টগর ক্যাম্পাসে ঢোকে। মুকি গ্রুপ তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করলে টগরের নির্দেশে গুলি ছোড়া শুরু হয়। তখনই মুকি গ্রুপ পালটা গুলি ছোড়ে। মুকি বাহিনী টগর গ্রুপকে লক্ষ্য করে প্রথমে রিভলভার, পরে শটগান ও কাটা রাইফেল দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ শুরু করে।

গুলিবর্ষণের এক পর্যায়ে সনি গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। ওই সময় টগরের সহযোগী মুকুল ও গুলিবিদ্ধ হয়। এরপর টগর তার সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে মুকুলকে চিকিৎসা করতে মগবাজারের একটি ক্লিনিকে নিয়ে ভর্তি করে। পরে টগর নগরীর শেওাপাড়ায় বন্ধুর বাসায় আশ্রয় নেয়। পরদিন (৯ই জুন) টগর খুলনায় চলে যায়। খুলনায় অবস্থান করার সময় টগর ঢাকায় তার গডফাদারসহ সন্ত্রাসী বাহিনীর সঙ্গে সর্বক্ষণই যোগাযোগ রক্ষা করত। রোববার সে খুলনা থেকে ঢাকায় আসে। সোমবার গ্রেফতার হয়। টগর গোয়েন্দা পুলিশকে জানায়, তার সকল অস্ত্রই পুলিশ-বিডিআর উদ্ধার করেছে। সূত্র জানায়, বন্দুকযুদ্ধের সময় টগরের সহযোগী মাসুম বিল্লাহও অস্ত্র ব্যবহার করেছে। এছাড়াও মুকি গ্রুপের কারা অস্ত্র ব্যবহার করেছে তাও বলেছে।

গোয়েন্দা পুলিশের এডিসি কোহিনুর মিয়া এ প্রতিবেদককে জানান, টগর ও মাসুম বিল্লাহ বুয়েটের ঘটনার ব্যাপারে আরো চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এ মুহূর্তে তা প্রকাশ করা যাচ্ছে না। তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য গতকাল ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছিল। আদালত ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। গতকাল রাত থেকে তাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।